গলসির বাকতা স্কুলে মেঝেতে ক্লাস পড়ুয়াদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ চেয়ারে বসে যখন পড়াই তখন ছোট ছোট পড়ুয়ারা মেঝেয় বসে ঠান্ডা লাগে করে এই অঘ্রাণের ঠান্ডায়। পৌষ আর মাঘে এই শিশুরা কি কষ্ট পাবে তাই ভেবে মনে কষ্ট হয়। শিশুরা যখন ঠান্ডায় মাটিতে বসে কষ্ট পাচ্ছে তখন লজ্জা লাগে চেয়ারে বসে পড়াতে। স্কুল আছে বেঞ্চ নাই। একরাশ ক্ষোভ আর মনকষ্ট উগড়ে দিলেন বাকতা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মৌলিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গলসি ২ নং ব্লকের বাকতা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুল। অবশ্য এই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা বিনা বেতনে পড়ান। এই মুহূর্তে পঞ্চম আর ষষ্ঠ শ্রেণির মোট ৫৩ জন পড়ুয়া রয়েছে। প্রায় সব পড়ুয়াই আর অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত। দুটি শ্রেণিকক্ষে কোন বেঞ্চ নেই। পঞ্চম শ্রেণির শ্রেণিকক্ষ পুরানো ভগ্নপ্রায় ভবনে হয়। শ্রেণিকক্ষে কোন জানালা নেই। ঠান্ডা বাতাস হু হু করে ক্লাসের ভিতর প্রবেশ করে। কাঁপতে থাকে পড়ুয়ারা। গরীব ঘরের এই পড়ুয়াদের শরীরে ভালো মানের শীতবস্ত্র থাকায় চরম ঠান্ডায় এইভাবেই ক্লাস করতে হয় পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের। জানুয়ারি মাসে নতুন শিক্ষাবর্ষে সপ্তম শ্রেণি শুরু হবে। নতুন ভবন মাত্র একটি। তা ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ারা বসে। আগামী.ি ঘর থেকে আসন বা চট আনতে হয়। কিন্তু এই ঠান্ডায় কষ্ট হয় মেঝেতে বসতে বলে জানায় পড়ুয়ারা। ছাত্রীরা বলে শৌচাগার না থাকায় তাদের লজ্জা লাগে কিন্তু উপায় থাকে না বলে প্রকাশেই টয়লেট সারতে হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, তিনি বেঞ্চের জন্য আবেদন করেছেন। গলসি ২ নং ব্লকের বিভিও শঙ্খ বন্দ্যো পাধ্যায় বলেন, তিনি বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃ পক্ষকে জানাবেন, যত দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়।

বাসের ছাদে বেপরোয়া যাত্রী পরিবহণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ আপাতত চুলোয় গেছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। দুর্ঘটনা ঘটলে আবার প্রশাসন ঘুম থেকে জেগে উঠে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে পড়বে বাসের ছাদ থেকে যাত্রী নামাতে। তাও আবার দু-চারদিনের জন্য। তারপর আবার একই চেহারা দেখা যাবে। দার্জিলিং মোড়ে বাস ধরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় দুই প্রবীণ এভাবেই তুলোধনা করেছিলেন প্রশাসনকে। মুচিপাড়া থেকে পানাগড়, বুদবুদ, বোলপুর ও পানাগড় থেকে দেবশালা হয়ে গুসকরা, মোড়বাঁধ যাওয়ার বেসরকারি বাসগুলির ছাদে যাত্রী তোলাই দস্তুর। বাসের ছাদে গেলে ভাড়া কম দিতে হয়। তাই বাসের ছাদে দেদার যাত্রী ওঠে বলে অভিযোগ। পুলিশ এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রশাসন বা পুলিশ দেখেও দেখে না। পুলিশ বলছে কড়াকড়ি করলে যাত্রীরাই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রশাসনের কাজে। মুখ্যমন্ত্রীর স্লোগান প্রকল্প সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। আর এখন পুলিশ ও প্রশাসন মুখ্যমন্ত্রীর স্লোগান প্রকল্পকে বাস্তবে রূপ দিতে বাইক চালক আর হেলমেট নিয়েই প্রচার আর কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রেখেছে। না হলে এমনভাবে দিনরাত ধরে বেসরকারি বাসগুলি কিভাবে বাসের ছাদে দেদার যাত্রী তুলে যাতায়াত করতে পারে বলে অভিযোগ পেশায় শিক্ষক বাধাকান্ত স্যানালের। দার্জিলিং মোড়ে বোলপুরগামী বাস দাঁড়াতেই তরতর করে এক যুবক বাসের ছাদে উঠছেন। বাসের খালাসি ডাকছেন অন্য যাত্রীদের বাসের ছাদে চাপার জন্য। বাসের ছাদে যাওয়া তো কুঁকির বিষয় বলে প্রশ্ন করতেই বাসের ছাদে ওঠার সময় যুবক জানায় ভিতরে ভিড়, বসার সুযোগ পাওয়া যাবে না। বাসের ছাদে বসা আর এক যাত্রী আবার বলেন ভিতরে গেলে ভাড়া বেশি ছাদে কম। বাসের ছাদে বসে থাকা এক মধ্যবয়স্কী যাত্রী আবার বলেন একটি বাস মিস (ছেড়ে) গেলে আর একটি বাস পেতে কমপক্ষে আধঘন্টার বেশি, তাই বাসের ছাদে চেপে যাতায়াত করতে হয় তাদের। ২ নং জাতীয় সড়কের উপর বেসরকারি বাসগুলি যেভাবে বাসের ছাদে যাত্রী চাপিয়ে আন্তারপাশের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করে তাতে যেকোন সময় প্রাণহানি ঘটতে পারে যাত্রীর। কিন্তু তাতেও হুঁশ নেথ বাস মালিক ও বাসকর্মীদের। প্রশাসন দেখেও অন্ধ সেজে থাকে বলে অভিযোগ। বাস মালিকদের অনেকেই আবার বলছেন বাসের ছাদে বাসকর্মীরা যাত্রী তোলে তারা বারণ করলেও। কিন্তু বাস্তব বলছে উল্টোকথা। খালাসি আর কন্ডাক্টরদের কথায় বাসে ছাদ লিজ দেওয়া হয় বাস কর্মীদের। মালিক বাসের ছাদের জন্য সারাদিনে একটা ভাড়া বুঝে নেন। তাই সেই টাকা উঠিয়ে দু পয়সা লাভের মুখ দেখতে বাসের ছাদে অতিরিক্ত মাল বা যাত্রী তুলতে হয়। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, বাসের ছাদ থেকে যাত্রী নামাতে অভিযান চালালে কয়েকদিন পরেই তা বন্ধ করতে হয়। স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে যাত্রীরা এসে বলেন, বাস কম তাই বাসের ছাদে যেতে হয়। কড়াকড়ি করলে স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দেয় পুলিশের কাজে বলে একপ্রকার হতাশা প্রকাশ করেন। কাঁকসা ও কুলুপ এসিপি কমল বৈরাগ্য বলেন, বাসের ছাদে যাত্রীবহন করার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে। দুর্গাপুর মহকুমা শাসক শঙ্খ সাঁতরা বলেন, তিনি আবার অভিযান শুরু করবেন।

মন্তেশ্বরে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ শুক্রবার কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিহানিয়া উন্নয়ন নিয়ে একটি প্রশাসনিক সভা করলেন মন্তেশ্বর ব্লক অফিসে। এই প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন, ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও পদাধিকারী ব্যক্তিরা। স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিপ্লব দত্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি স্বপন ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ তড়িতকান্তি রায় ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গুপ রানা ইয়াসমিনসহ অনেকে। সেদিনকার প্রশাসনিক সভায় মহকুমশাসক নীতিন সিহানিয়া জানিয়ে দিয়েছেন যে, উন্নয়ন করতে টাকার কোন অভাব হবে না। ভালো ভালো উন্নয়নমুখী স্কীম তৈরী করুন টাকা বরাদ্দ করা হবে। আরও জানা গেছে যে, এই পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৭২৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে এর মধ্যে ৩৩টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তাঁরা হাতে কলমে কাজ করে প্রচুর উপার্জন করছে বলে জানা গেছে। সেদিনকার সভাতে উঠেছেই স্বনির্ভর গোষ্ঠী মাশরুম চাষ করে উপার্জন ও সফলতা দেখাচ্ছে তাই এদেরকে আরও সরকারি আর্থিক অনুদানের দিয়ে এই ব্যবসাটাকে সফলতার পথ দেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে এদিনকার প্রশাসনিক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও মহকুমা শাসক আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে, ১০০ দিনের কাজের এই সমস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের অর্ন্তভুক্ত করে তাদেরকে উপার্জন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১০০ দিনের কাজে এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিতে কলা চাষ, পেয়ারা চাষ, পোল্ট্রী ব্যবসা, ছাগলের ব্যবসা করতে সরকার আর্থিক সাহায্য দেবে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী ছাড়াও স্থানীয় গরীব মানুষেরা এই কাজের সুযোগ তারা নিতে পারবে। পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ তড়িৎ কান্তি রায় জানিয়েছেন যে, ইতিমধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১০০ দিনের কাজে মন্তেশ্বর ব্লক একটি ভাল জায়গায় পৌঁছে গেছে। এদিন মহকুমা শাসক স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জানিয়ে দিয়েছেন যে, বকেয়া কাজ ফেলে রাখা যাবে না। আগামী ডিসেম্বরে মাসের মধ্যেই বকেয়া কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন মহকুমশাসক। তিনি এদিন সিংহলি গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় যান এবং ছাত্র এবং শিক্ষিক শিক্ষিকার সাথে কথা বলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তিনি কথা বলেন এবং পঠন-পাঠন নিয়েও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন মহকুমাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

কেতুগ্রামের অট্টহাসে পর্যটন কেন্দ্র গড়ার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ কাটোয়া মহকুমা জুড়েরয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। কাটোয়া শহর ও তার সংলগ্ন মঙ্গলকোটে কেতুগ্রামে রয়েছে পুরাতত্ত্ব নিদর্শনসহ ঐতিহাসিক নিদর্শন। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার কাঠোমোকে পর্যটন কেন্দ্রের অর্ন্তভুক্ত করার দাবি বহুদিন থেকে করে আসছেন বাসিন্দারাসহ জেলার ঐতিহাসিকপ্রেমী সংগঠনসহ গবেষকরা। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি পর্যটন কেন্দ্রের স্বীকৃতির দাবি। কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রামে অট্টহাস মন্দির ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র করার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গেছে যে, কেতুগ্রামে সতীপাঠ অট্টাহাসের উন্নয়ন নতুন এক দিশাস্থ খুলে দিতে পারে পর্যটকদের কাছে। বীরভূমের বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুব্রত মন্ডলও গ্রামের অট্টহাস মন্দির ঘিরে পর্যটন কেন্দ্রের দাবি বারবার করে আসছেন। তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তবকেও বিষয়টি বারবার লিখিত আকারে জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব ঐ এলাকা ঘুরে দেখেছেন এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন যে, আগামী দিনে এই অট্টহাস ঘিরে একটি পর্যটন কেন্দ্রের অর্ন্তভুক্ত করা যায় কিনা। প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গেছে যে, অট্টহাস মন্দিরকে পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরার জন্য ইতিমধ্যে কোটি টাকার একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে জেলাশাসকের তরফ থেকে। তিন কোটি টাকা ব্যয়ে তিনবিঘায় তৈরী অট্টহস মন্দিরের চারিদিকে সীমানা প্রাচীর দেওয়া হবে। মন্দিরে বাইরে তোরণ তৈরী করা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে যাতে ৪০০ মানুষ একসঙ্গে বসে প্রসাদ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য একটি ভোগের ঘর ও স্নান নেবার ঘর তৈরী করা হবে। তৈরী করা হবে সুন্দর একটি বিনোদন পার্ক। স্থানীয় বিধায়ক সেখ শাহনেওয়াজ জানিয়েছেন যে, পুকুরে বছরভর জল না থাকায় দর্শনার্থীদের স্নান করানেন অনেক অসুবিধা হয় ওই পুকুরে যাতে সারাবছর জল থাকে তার জন্য উপকুলীয় সংস্কার করা হবে এবং প্রয়োজনে তার বিধায়ক তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে এই অট্টহাস মন্দির উন্নয়ন ঘটানো হবে। মহকুমাশাসক একই কথা জানিয়েছেন যে, পুকুর সংস্কার করা হবে। এছাড়াও কেতুগ্রাম ১ ও ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন করার কাজেও নজর দিয়েছে জেলা প্রশাসন বলে জানা গেছে। বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিরনিজস্ব ভবন তৈরীরকাজ শেষ হয়েছে এবং এখনও চলছে বলে জানা গেছে। তাই কেতুগ্রামের উন্নয়ন যত বেশি হবে ততপর্যটন কেন্দ্র করার দাবি জোরালো হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, অট্টহাস ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র ভুক্ত করা বিষয়টি বাস্তবায়িত করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন।

আশাকর্মীদের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ শুক্রবার মেমারি ২ নম্বর বিডিওর কাছে ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে দশ দফা দাবি নিয়ে আশা কর্মীরা বিক্ষোভ স্মারকলিপি প্রদান করল। এদিন শতাধিক আশা কর্মীরা দাবি তুললেন যে, তাঁদের কাজের স্থায়ীকরণ, কর্মীদের পারিশ্রমিক প্রদান, নির্দিষ্ট হারে বেতন চালু, নির্ধারিত ছুটি চালু করা, পেনশন প্রদান, বোনাস চালুর দাবিতে এদিন বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান করে আশা কর্মীরা। এদিন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে দাবি পেশ করে তারা এই সমস্ত দাবি জানান। শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস, কল্পনা বিশ্বাস, অপির্তা সেন প্রমুখরা জানান যে, গ্রামের স্বাস্থ্য পরিষেবার অনেকটাই সামাল দিচ্ছেন এই সব আশা কর্মীরা। অথচ সরকার তাঁদের জন্য কোনো পারিশ্রমিক ভালোমতো দেওয়া হয়। বিভিও অনির্দ্দিতা রায় চৌধুরী জানিয়েছেন যে, আশা কর্মীদের তরফ থেকে একটি স্মারকলিপি হাতে পেয়েছি, বিষটি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করব। আশাকর্মীদের বিভিন্ন দাবি সম্বলিত এই স্মারকলিপিটি আমার কাছে জমা করেছেন। আশা কর্মীরা জানিয়েছেন যে, তাঁরা গ্রামের গর্ভবতী মায়েদের যেমন চিকিৎসা করার পাশাপাশি শিশুদেরও নিয়ে এসব পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করান কোথাও তারা বলে থাকছেন। বাল্যবিবাহ রোধে বাড়ি বাড়ি প্রচার অভিযান সংঘটিত করেন এবং সাম্প্রতিককালে ডেঙ্গু নিয়েও প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বিনা পারিশ্রমিকে এই ধরনের কাজ আর কতদিন করতে পারবেন এই প্রশ্নও উঠেছে তাদের মধ্যে তাই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই ধরনের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান বলে জানিয়েছেন আশা কর্মীরা।

শীঘ্রই কাঁকসা ব্লক সভাপতি মনোনয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের রাজ্যের শাসকদলের জেলা নেতাদের মধ্যে মুকুল ফোবিয়া চরমে। কে কখন কবে দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেয় তাই নিয়েই চরম দ্বন্দ্বে রয়েছেন শিল্পাঞ্চলের নেতারা। কাঁকসা তৃণমূলের ঘরভাঙ্গা শুরু করেছে বিজেপি। প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য (১৯৯৮) দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বিজেপিতে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছে বেশ কিছু কাঁকসার তৃণমূল নেতা বলে ইতিমধ্যেই শাসকদলের জেলা নেতাদেরকাছে খবর পৌঁছেছে। শিল্পাঞ্চলের শাসকদলের জেলা নেতারা এবার কাঁকসা ব্লকের ব্লক সভাপতি নির্বাচিত করে ব্লকে সংগঠনের হাল ধরতে চান। সূত্রের খবর জেলা সভাপতি ভি শিবদাসন (দাসু) ইতিমধ্যেই দুর্গাপুরের কার্যকর্তী সভাপতিকে ডিসেম্বরের ৫ তারিখের মধ্যে কাঁকসা ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণা করা নির্দেশ দিয়েছেন। কাঁকসায় শাসকদলের ব্লক সভাপতি নাই দীর্ঘদিন ধরে। অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকার কারণে কাঁকসা ব্লকে শাসকদলের এখন সবাই রাজা। দুর্নীতি, তোলবাজি, সিন্ডিকেট রাজের মধ্যে দল ডুবে গেলেও শাসকদলের শিল্পাঞ্চল জেলা সভাপতির কাছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের এসডি টেস্ট। তাই তিনি কোনভাবেই আর সময় নষ্ট করতে রাজি নন। কাঁকসা ব্লকের শাসকদলের ব্লক সভাপতি নির্বাচন পাঁচ ডিসেম্বরের মধ্যেই হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। এই অবস্থায় বেশ কয়েকজনের নাম উঠে আসছে। দেবদাস বক্সী, অশোক মুখোপাধ্যায়, পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঞ্চন লায়েক, প্রাক্তন বিধায়ক গৌর মন্ডলসহ একাধিক নেতার নাম। তবে দৌড়ে এগিয়ে আছেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পিছনেই রয়েছে পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। কাঁকসা ব্লকের শাসকদলের ব্লক সভাপতি নির্বাচনের দৌড়ে কালো ঘোড়া হিসাবে বাজিমাৎ করতে পারেন প্রাক্তন বিধায়ক গৌর মন্ডল বলে মনে করছেন অনেকেই। সূত্রের খবর দৌড়ে সবথেকে এগিয়ে রয়েছেন অশোক মুখোপাধ্যায় আর পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচ তারিখ সমস্ত জল্পনার অবসান হবে বলে মনে করছে শাসকদলের শিল্পাঞ্চল কর্মীরা। শিল্পাঞ্চলের শাসকদলের কার্যকরী সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় অবশ্য মুখ খুলতে রাজি হননি ব্লক সভাপতি নির্বাচন নিয়ে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা বাউরির কাছে ডেপুটেশন দিল কাঁকসা ব্লকের আশাকর্মীরা। বেতনবৃদ্ধিসহ একাধিক দাবিতে পানাগড় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেন। অক্টোবরের নির্দেশিকা মেনে কাজ করতে নানা সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ আশা কর্মীদের। মোট ১০৩ জন আশাকর্মী রয়েছেন কাঁকসা ব্লকে। চার দফা দাবি জানানো হয় স্মারকলিপিতে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ নদীয়া জেলার মায়াপুর ইসকন মন্দিরে গীতা জয়ন্তী পালিত হল মহাধুমধামের সাথে। দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় হাজারখানেক ভক্ত এই উৎসবে সমবেত হয়েছিলেন। ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানিয়েছেন যে, গীতা জয়ন্তীর তাৎপর্য হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন সেই থেকে আমরা এই গীতা জয়ন্তী উৎসব পালন করে আসছি। এই গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে ইসকন মন্দির করে তোলা হয়েছিল উৎসবে ভক্তদের মধ্যে গীতা সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া এবং এই সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানার পরিধিকে আরও সমৃদ্ধ করবে এটাই আমরা আশা রাখি এবং গীতা জয়ন্তীর প্রধান উদ্দেশ্য। গঙ্গায় স্নান করে মিলিত হয়ে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, যে বিশ্বশান্তিতে মানুষের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করা এবং গীতা জ্ঞান-এ সকলকে সমৃদ্ধ করা। বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দুর্গাপুরে বাড়ছে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা
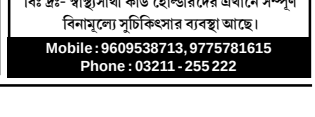
নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ১ ডিসেম্বর 'বিশ্ব এইডস দিবস' উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে সাথে শিল্পশহর দুর্গাপুরেও এই দিনটি পালিত হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে। কিন্তু দুর্গাপুরে লাফিয়ে বাড়ছে এইচআইভি রোগে আক্রান্তের সংখ্যা। আর ভিন রাজ্যের গাড়ির চালকরাই এখন এই রোগের বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও জানালেন দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার দেবব্রত দাস। হাসপাতাল সুপার ফোনে জানালেন, এই মুহূর্তে এইচআইভি পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা ১২৫ জন। এটা ঠিক যে আক্রান্তের সংখ্যা গত কয়েকমাসে দারুণভাবে বেড়েছে। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে থাকা রেকর্ড অনুযায়ী ২০১৬-র মার্চ মাস পর্যন্ত শিল্পশহরে এইচআইভিতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬২ জন। কিন্তু ২০১৬র এপ্রিল মাস থেকে ২০১৭-র নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ১২৫ জন। অর্থাৎ মাত্র ২০ মাসে আরও ৬৩ জনের শরীরে এইচআইভি-র জীবাণু পাওয়া গেছে। এই আক্রান্তদের মধ্যে ৭৫ জন পুরুষ এবং ৫০ জন মহিলা। এই মহিলাদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলায় যৌনকর্মী। এদের শরীরে কিভাবে প্রবেশ করছে এইচআইভি-র জীবাণু? এর কারণ হিসাবে উঠে আসছে যে রাতে বিশেষ করে গভীর রাতে ভিন রাজ্য থেকে পণ্যবাহী যে গাড়িগুলি আসে তার চালকদের সাথে এই মহিলা যৌনকর্মীরা যৌনকর্মে লিপ্ত হন। আর এই চালকরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। অনেকেই এদের এভাবে বিভিন্ন জায়গায় যৌনসঙ্গম করার কারণে তাদের শরীরে এই মারণব্যাধি বাসা বাঁধে। এদের থেকেই দ্রুত ছড়াচ্ছে এই এইচআইভি জীবাণু বলেও জানান দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল সুপার। ঢাল ঢোল পিটিয়ে আজেকর দিনে শুধুমাত্র মিছিল আর গলা ফাটিয়ে দুর্গাপুরের কাদারোড যৌনপল্লীতে সচেতনতা বাড়াতে দুর্বারের উদ্যোগে যে নিষ্ফলা তা প্রমাণ করছে গাড়ির চালকদের সাথে রাতের অন্ধকারে যাতে খোলামেলা যৌনমিলন না করেন তার দিকেই বেশী নজর দেওয়া প্রয়োজন দুর্বারের বলেই মনে করছেন অনেকেই। যদিও দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ দেবব্রত দাস বলেন, আমরা প্রত্যেক বছর জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ভিনরাজ্যের এবং এরাজ্যের গাড়ির চালকদের এব্যাপারে সচেতন করতে এবং তাদের শারিরিকপরীক্ষার জন্য সেন্টিন্যাল সার্ভিসেন্স করে থাকি। এতে অনেক চালককে সচেতন করা যায়। দুর্গাপুরের কাদারোডের যৌনকর্মীরা অনেকেই সন্ধ্যায় কাদারোডে যৌনকর্ম বন্ধ হওয়ার পরে বিভিন্ন গাড়িতে করে চলে যায় বাঁকুড়া, বীরভূম জেলায় এবং এরা রাস্তার পাশে কিছু ধাবাতে সারারাত থেকে সেখানে গাড়ির চালকদের সাথে যৌনসঙ্গম করে ফের আবার কাদারোডে ফিরে আসেন এমন অভিযোগ সেখানের কেউ মানতে না চাইলে এটাই সত্যি। তাই দুর্গাপুরে যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে এইচআইভি-তে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তা যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ এই শহরের কাছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।